খোদার ভাষায়
নবীর মর্যাদা



ডাঃ আসলাম

খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা

মূল : আল্লামা মুহাম্মদ আসলাম
ভাষান্তর : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ
সার্ভার ষ্টেশন, পেপার প্লাজা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

১ম প্রকাশ : ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ ইং
২য় প্রকাশ : ১লা জানুয়ারী ২০০৯ ইং

হাদিয়া ৫০/- টাকা

সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪০ মোমিন রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের আরজ

نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم

মহান দয়াময় রাব্বুল আলমীনের অশেষ শোকর যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে আমার তৃতীয় প্রকাশনা ‘ খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা’ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে।

গ্রন্থটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। সমাজের সর্বত্রের মানুষের জন্য গ্রন্থটির অতীব গুরুত্ব অনুধাবন করে আমার পীর ও মুরশিদ শাহ সূফী ছৈয়দ আবদুল বারী শাহজী পীর সাহেব নিজেই ১৯৮৪ সালে আল-আমিন বারীয়া একাডেমীর মাধ্যমে প্রকাশ করলে এটি ব্যাপকভাবে পাঠক সমাদৃত হয় এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল কপি নিঃশেষিত হয়ে যায়। এরপর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এর প্রকাশনা সম্ভব হয় নি, যা দুঃখজনক হলেও বাস্তব। সৃষ্টির সেরা , স্রষ্টার হাবীব হযরত আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপরিসীম শান-মানের বর্ণনায় পবিত্র কোরআনের আলোকে এ গ্রন্থটিতে অতি সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে, যা যে কোনো শ্রেণীর পাঠকের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সহায়ক এবং গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক ঈমানী আলোকের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করায় এর আঙ্গিক, ভাষা, মুদ্রণ ও ছাপার কাজে অধিকতর পরিমার্জন করার অপরিহার্যতা পুরোপুরি পালন করা সম্ভব না হওয়ার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে ভুলক্রটির ক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং ক্রটি ধরা পড়লে বা পরামর্শ থাকলে আমাদেরকে অবিহিত করানোর অনুরোধ করছি।

পরিশেষে যাদের সহযোগিতা ও শ্রমে এ প্রকাশনা, তাঁদের সকলের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহর দরবারে সকলের জন্য কল্যাণ প্রর্থানা করি।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন , চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরবারে বারীয়া শরীফের সাজ্জাদানশীন পীর সাহেব কিবলা (ম.জি.আ) এর

মূল্যবান অভিমত

نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم

মহান দয়াময় রাব্বুল আলমীনের শোকর যে, তাঁরই পবিত্র কালাম বা বাণী দ্বারা তাঁরই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে লিখিত উর্দূ গ্রন্থ شان حضور بزبان حق এর ভাষান্তরিত ' খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা' গ্রন্থটি আমরা ১৯৮৪ সালে আল-আমীন বারীয়া একাডেমীর পক্ষ থেকে প্রকাশ করে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলাম। যেহেতু বিভিন্ন বিপথগামী তথাকথিত লিখক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান ও আল্লাহ প্রদত্ত অকল্পনীয় শান-মান সম্পর্কে হেয় করার অপচেষ্টার ব্রত নিয়ে সচেষ্ট থাকার প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট কালামুল্লাহ দ্বারা সহজভাবে লিখিত এ গ্রন্থটি সাধারণ মুসলমানদের সামনে পাথেয় বিবেচনায় গৃহীত হয় এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। ফলে অতি অল্প সময়ে বাজারের সমস্ত কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন মহল থেকে এর পুনঃপ্রকাশের তাগিদ সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে আমরা তা করতে পারি নি। এমন অবস্থায় সম্যক উপলব্ধি করে দ্বীনের খেদমতের আকাঙ্খায় স্নেহের আবু তৈয়ব চৌধুরী 'সনজরী পাবলিকেশন' এর পক্ষে এগিয়ে এসে তা পুনঃপ্রকাশ করার উদ্যোগ নিলে আমরা অত্যন্ত সন্তোষ ও দোয়া সহ তাঁকে এ দায়িত্ব ভার হস্তান্তর করে চিন্তামুক্ত হলাম।

এবারের সংস্করণ উন্নত আঙ্গিকে আধুনিক ছাপায় অধিকতর নির্ভুলভাবে পাঠকের হাতে পৌছাবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আল্লাহ তা'য়ালা সকলের প্রয়াস সফল ও সার্থক করুন! আমীন।

আলহাজ্ব মাওলানা ছৈয়দ মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা বারী
সাজ্জাদানশীন, দরবারে বারীয়া শরীফ
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম

www.AmarIslam.com

মুখবন্ধ

نَحْمَدُه وَنُصَلِّيْ عَلي رَسُوْلِه الْكَرِيْمِ

যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, ইসলাম সম্পর্কে গবেষণাকারী, লিখক ও প্রকাশকের বর্তমানে অভাব নেই। ইহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়দ্বয় যেমন তাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে বিকৃত করেছিল, তেমনি ইসলামের ওপরও কম হামলা চলেনি, চলছেনা। কুরআনের শাব্দিক (لفظي) বিকৃতি যদিও সম্ভব নয়, অর্থে বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা দীর্ঘ দিন থেকে শুরু হয়ে এখনো চলছে। খোদা তায়ালার শান ও নবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে বিবিধ বাতিল মতবাদ ধর্মে সন্নিবেশিত করার অনেকের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার নজীর বিশ্বে কম নয়। কিন্তু, আল্লাহ তায়ালা 'আহলে হক্কের' মাধ্যমে প্রতিটি যুগে গোমরাহীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে ইসলামের প্রবক্তা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে। খোদ নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "হে আবূ বকর, আমার হাকীকত সম্পর্কে একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত হতে পারে নি।" প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ তাৎপর্যবহ বাণী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচিতি অর্জন করতে হলে সর্বাগ্রে গভীরভাবে দেখতে হবে খোদা তায়ালা তাঁর হাবীবের কি পরিচয় দিয়েছেন।

ইসলামে নবীর মর্যাদা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সম্প্রতি অধ্যাপক গোলাম আজম একটা পুস্তিকা বাজারজাত করেছেন। সেটাতে তিনি আল্লাহর হাবীব, নবীকুল সরদার আপদমস্তক নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তার মত একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন মজীদে খোদ আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাঁকে আপন দস্তে কুদরতে সৃষ্টি করেছেন, সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যথাযথ পরিচয় দিয়েছেন, "মানবীয় আবরণ সহকারে বিশ্বে আবির্ভূত হলেও তিনি হলেন আপদমস্তক নূর, সৃষ্টির মধ্যে তাঁর শান বা মর্যাদার কোন তুলনা নেই।

www.AmarIslam.com

এ কারণে সৃষ্টিকর্তা খোদা তায়ালা পবিত্র কালামে পাকের যে সব আয়াতে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয় দিয়েছেন সেসব আয়াতের আলোকে বাংলা ভাষায় একটা পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, যাতে করে এ দেশের মুসলিম সমাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করে ধন্য হন। অন্যদিকে এ সম্পর্কে সংক্রমিত গোমরাহীর প্রকৃতি চিহ্নিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে বিগত ১৯৮৩ ইংরেজীর গোড়ার দিকে সৌদি আরবে অবস্থানরত জনৈক ডাক্তার সাহেব হযরতুল আল্লামা মোহাম্মদ আসলাম সাহেব প্রণীত شان حضور بزبان حق নামক একখানা পুস্তক আমাকে দেখান এবং তিনি সম-সাময়িক বিভ্রান্তির নিরসনকল্পে পুস্তকখানার সরল বাংলা অনুবাদ করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। 'খোদার ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা' নামক এ পুস্তিকাখানা উক্ত পুস্তকেরই অনুবাদ।

পুস্তকখানা প্রকাশনার ব্যাপারে উক্ত ডাক্তার সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আর্থিক কারণে এর প্রকাশনার কাজ বিলম্বিত হয়। অতঃপর সম্প্রতি 'আল-আমীন বারীয়া একাডেমী, চট্টগ্রাম' এ প্রয়োজনীয় পুস্তকখানা প্রকাশের প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথম প্রকাশের পর দীর্ঘদিন পুস্তকটি বাজারে পাওয়া না গেলেও এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে আমার স্নেহের ছাত্র সন্‌জরী পাবলিকেশনের স্বত্তাধিকারী মৌলানা আবু তৈয়ব চৌধুরী- এর প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি তাকে ধন্যবাদ সহ আন্তরিক দোয়া জানাচ্ছি।

মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। তাই সম্মানিত পাঠক সমাজের গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ আমাকে কৃতজ্ঞ করবে।

পরিশেষে, মূল কিতাবখানা সরবরাহের জন্য উক্ত ডাক্তার সাহেব সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

ইতি
দোয়াপ্রার্থী
মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

www.AmarIslam.com

খোদার ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা
(শানে হুজুর ব-যবানে হক)

شان حضور بزبان حق

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

بنام جہاں دار جان آفریں ÷ حکیم سخن بر زباں آفریں

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

॥১॥

যখনই কারো পরিচিতি বর্ণনা করা হয় কিংবা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন বর্ণনাকরীকে সর্বাগ্রে তাঁকে ভালোভাবে চিনে ও জেনে নিতে হয়। উম্মতের কাণ্ডারী হুজুর করীম মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা এতই উন্নত, মহান ও অসীম যে, কোন মানুষের যথাযথ উপলব্ধির আওতায় তা আসতে পারে না। এ জন্যই বিশ্বকুল সরদার, উভয় জাহানের মুনিব মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদার যথাযথভাবে বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। এর উপমা হলো যেন দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়াই কোন তারকাকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা। তখন কিন্তু তারকা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং এর আলোকের প্রকৃত অবস্থা জানা অসম্ভব হয়ে যায়। যদিও আমরা এমনিতে তারকা সম্পর্কে কোন একটা ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হই, বস্তুতঃ তারকার উজ্জ্বলতা তার চেয়েও বহুগুণ ঊর্ধ্বে থাকে। অনুরূপ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি করা প্রকাশ্য চক্ষু তো দূরের কথা মহাজ্ঞানীদের জ্ঞানচক্ষুর পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। প্রকৃতপক্ষে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যেই পবিত্র সত্ত্বা জানেন, তিনি হলেন একমাত্র স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জত

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তায়ালা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.)-কে ইরশাদ করেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِيْ حَقِيْقَةً غَيْرُ رَبِّيْ

অর্থাৎ "হে আবূ বকর! আমার হাকীকত আর প্রতিপালক ছাড়া কেউ চিনতে পারে নি।"

আর একজন আশেকে রাসূল হযরত শেখ সাদী (রাহ.) বলেছেন,

لایمکن الثناء کما کان حقہ ÷ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

অর্থাৎ "তাঁর যথাযথ প্রশংসা করা সম্ভবপরই নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু বলা যায় যে, আল্লাহর পর আপনারই মর্যাদার স্থান।"

এ জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা যেভাবে আল্লাহ পাক স্বীয় সমুজ্জ্বল ও বিজ্ঞানময় কিতাব কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, সে শান কেউ সেভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। যা কিছু আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তার বিশুদ্ধ তাফসীর বা ব্যাখ্যা তিনিই জানেন কিংবা তাঁরাই জানেন যাঁদেরকে তিনি প্রকৃত জ্ঞানালোক দান করেছেন।

এ ক্ষুদ্র নিবন্ধে (পুস্তিকাকার পরিসরে) সে সব আয়াত থেকে কতিপয় আয়াত পেশ করা হচ্ছে, যেগুলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে নাযিল করেছেন। আশা করি, এ সব আয়াতের আলোকে আমাদের সাধ্যানুসারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সামান্য হলেও একটা মোটামুটি ধারণা অর্জন করতে ইনশাআল্লাহ সক্ষম হবো। নতুবা কোথায় আমার মতো এ অধম আর কোথায় খোদ খোদার প্রশংসিত জনের প্রশংসা ও পরিচিতির ব্যাপকতা! কুরআন করীম হলো একটা অকাট্য ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব এবং কিয়ামত পর্যন্তই এ মহান গ্রন্থের সুপ্রকাশ্য ফল ও কার্যকর জিন্দেগীর ফলশ্রুতি আজও তেমনি রয়েছে, যেমনি ছিল প্রিয় নবীর জমানায় (পবিত্র জাহেরী হায়াতে)।

॥২॥

আল্লাহু জাল্লা শানুহু সরল সঠিক পথ প্রদর্শক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য বারংবার সুস্পষ্ট ও সুবিস্তারিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভাষায় এবং একান্ত তাকিদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন; যার ওপর বহু আয়াতে কুরআন সাক্ষী রয়েছে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় আনুগত্য তলব করেছেন সেখানে তদ্‌সঙ্গে উম্মতের কাণ্ডারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশও দিয়েছেন।

কতিপয় আয়াতে করীমা লক্ষ্য করুন :

(ক)

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

অনুবাদ : **এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও এ আশায় যে, তোমাদের ওপর কৃপা (রহমত) বর্ষণ করা হবে।**

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৩২

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সাথে সাথে দয়াবান আল্লাহর রহমত তলব এবং হাসিল করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা অপরিহার্য আর আল্লাহর রহমত সঠিক অর্থে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ব্যতিরেকে হাসিল হতেই পারে না। আনুগত্যের সঠিক মর্মার্থ এবং সঠিক উদ্দেশ্য তখনই হাসিল হয়, যখন আপন জিন্দেগীর প্রতিটি দিককে তাঁর দেয়া বিধি-বিধান মোতাবেকই রূপান্তর করা যায় এবং এ আনুগত্যের মধ্যে শুধু জাহেরী ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একাত্মতা প্রকাশ পাবে তা নয়, রবং অন্তর তা থেকে আরো এক পা অগ্রে থাকবে।

(খ)

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾

অনুবাদ : **এবং আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর এবং রাসূলের নির্দেশ মান্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রেখ, আমার রাসূলের ওপর শুধু সুস্পষ্টরূপে পৌছিয়ে দেয়াই (জরুরী মাত্র)।**

সূরা : আত-তাগাবুন, আয়াত : ১২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

অনুবাদ : এবং নামাজ কায়েম রাখ এবং যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর এ আশায় যে, তোমাদের ওপর অনুগ্রহ হবে।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৫৬

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

অনুবাদ : এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় কৃতকার্যতা লাভ করেছে।

সূরা ; আল-আহযাব, আয়াত ; ৭১

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে করীমায় আল্লাহ তায়ালা আপন আনুগত্যের সাথে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে বড় কৃতকার্যতা অর্থাৎ অতীব মহান সফলতা ও কৃতকার্যতার প্রকাশস্থল বলে ঘোষণা করেছেন এবং এতদসঙ্গেই উপরোল্লিখিত তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াতে এ কথাও ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা আমার মাহবুবের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। কারণ, আমার মাহবুবের কাজ তো আল্লাহরই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া।

(গ)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

অনুবাদ : এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করে, সে তাদেরই সঙ্গ লাভ করবে, যাদের ওপর আল্লাহ পাক মেহেরবানী করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ (আ.) ছিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং সৎ ব্যক্তিবর্গ (সালেহীন); এরা কতই ভালো সঙ্গী!

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৬৯

অর্থাৎ আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত বান্দাদের জামায়াতে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সালেহীন বান্দাগণ, তাঁদের মধ্যে শামিল হওয়ার জন্য এবং এ সব পুরস্কারপ্রাপ্ত সাথীদের সান্নিধ্যের জন্য এ কথাই অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হলো যে, আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সাথে তাঁর

মাহবুবের আনুগত্যও যেন করা হয়। এ আয়াত মোতাবেক মর্যাদা হাসিলের জন্য শুধু আল্লাহর আনুগত্য যথেষ্ট নয়; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্যও অপরিহার্য।

(ঘ)

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

অনুবাদ : হে হাবীব! আপনি ঘোষণা করুন, আনুগত্য কর আল্লাহ এবং রাসূলের। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহর পছন্দ হয়না কাফেরগণকে।

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৩২

এর উদ্দেশ্য এই হলো যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহর নয়; বরং মাহবুবের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরালে কিংবা অস্বীকার করলে মানুষ ঘৃণিত 'কুফর'-এর স্তরে পৌঁছে যায়।

(ঙ)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অনুবাদ : হে ঈমানদারগ! হুকুম মান্য কর আল্লাহর এবং হুকুম মান্য কর রাসূলের এবং যাঁরা তোমাদের ওপর হুকুমত করেন। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন কথায় ঝগড়া-বির্তক উঠে, তবে ওটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে উপস্থাপন করো; যদি আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর ঈমান রাখ। এটাই উত্তম এবং এর পরিণতি সর্বাপেক্ষা ভালো।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৫৯

এ আয়াতে করীমায় আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ফরজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদি এ

কথায় সন্দেহ এসে যায় যে, হুকুমতকারীর নির্দেশ (ফয়সালা) সঠিক কি নয়, তবে তা যাচাই করার জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি উপস্থাপন করার এবং তাঁর বিধি-বিধান দ্বারা হেদায়ত হাসিল করার হুকুম দিয়েছেন এবং সর্বোপরি এতেই মঙ্গল বলা হয়েছে। অর্থাৎ হুকুমতকারীর হুকুম মান্য করার জন্য সেগুলোকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধানের (নির্দেশাবলী) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(চ)

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ ﴿٦٤﴾

অনুবাদ : আমি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি, কিন্তু এজন্য যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর (রাসূল) আনুগত্য করা যাবে।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৬৪

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশাবলীর আনুগত্য করাই আল্লাহর অনুমতি। কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বাণীর আনুগত্য করা অপরিহার্য।

(ছ)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ ﴿٨٠﴾

অনুবাদ : যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করেছে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই আনুগত্য করেছে।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৮০

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা অবিকল আল্লাহর আনুগত্যের শামিল।

পবিত্র কুরআনের উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, দয়াবান খোদার আনুগত্যের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করাও প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরী। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে কোন ইরশাদের (বাণীর) আনুগত্য করা স্বয়ং খোদার আনুগত্যের নামান্তর।

گفتهٔ او گفتهٔ الله بود ÷ گرچه از حلقوم عبد الله بود

অর্থাৎ তাঁর (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বক্তব্য বস্তুতঃ আল্লাহরই বক্তব্য, যদিও তা আল্লাহর (খাস) বান্দার পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত।

আর এ আনুগত্যের অনুশীলন করার মাধ্যমেই কোন মুমিন উভয় জাহানের সাফল্য এবং যথাযথ কামিয়াবী হাসিল করতে পারে এবং তাঁর (আল্লাহর) সান্নিধ্য অর্জন করতে পারে। হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ঘৃণ্য 'কুফর'-এর স্তর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।

এখানে একথাও হৃদয়াঙ্গম করা জরুরী যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনুগত্য প্রতিটি যুগেই অপরিহার্য (ফরজ)। কেননা, আয়াতে করীমা কিয়ামত পর্যন্তের জন্য প্রযোজ্য। কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশাবলী এখনো তেমনিভাবে পালন করা অপরিহার্য, যেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার মধ্যে ছিল। এ কারণেই হাদীস শরীফসমূহকে শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা অপরিহার্য।

॥৩॥

হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা সে আয়াতেই ঘোষণা করেছেন যা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়া (প্রার্থনা) রূপে ইরশাদ হয়েছে,

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

অনুবাদ : হে আমাদের প্রতিপালকত! এবং প্রেরণ করুন এদের মধ্যে একজন (মহান) রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তাদের ওপর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন এবং পরিপক্ক জ্ঞানের শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৯

هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ

وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ ﴿٢﴾

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার বন্ধুত্ব হাসিল করার জন্য আমাদের ওপর একান্ত অপরিহার্য তাঁরই মাহবুবের পূর্ণ অনুসরণ ও পায়রবী করা। যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম করেছেন, যেভাবে করেছেন, সেটা সেভাবেই আদায় করা। (পক্ষান্তরে) আমরা যদি এমন কোন নিয়মে করি যে নিয়মে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম করেন নি, তবে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। এখানেই প্রতিটি চিন্তা-বুদ্ধি, বুঝ-বিবেক ও অনুভূতিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি ও ইরশাদের (নির্দেশ) অনুরূপই করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তখনই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি, মাগফিরাত (ক্ষমা, রহমত, কৃপার) আশা রাখতে পারি। পারব না কেন? যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পবিত্র জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা এবং কুরআনে পাকের বিধি-বিধান (আহকামের) অবিকলই ছিল। এর রহস্য হলো যে, শুধুই প্রিয় হয় না বরং বন্ধুর ছবি-প্রতিচ্ছবিও প্রিয় হয়, যা তাঁর অবিকল রূপ সম্পন্ন হয় তা দেখেও মায়া হয়। বাহ্যিক কাঠামোর সামঞ্জস্য তো কারো ইখতিয়ারভুক্ত নয়, কিন্তু কার্যকলাপ, চরিত্র এবং নিয়তের (মনের প্রতিজ্ঞা) সাযুজ্য তো নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা যায়।

॥৫॥

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

অনুবাদ : আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এর পরে যে, সত্য পথ তার জন্য স্পষ্ট হয়েছে এবং মুসলমানদের পথ থেকে (আলাদা হয়ে) অন্য পথে চলে আমি তাকে তার আস্থার ওপর ছেড়ে দেব আর তাকে দোযখে প্রবেশ করাবো এবং কতই খারাপ স্থান প্রত্যাবর্তন করার!

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ১১৫

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

অনুবাদ : এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি।

সূরা : আত-তাওবা, আয়াত : ৩১

وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٣﴾

অনুবাদ : এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে (তার জন্য) নিশ্চয় আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন।

সূরা : আল-আনফাল, আয়াত : ১৩

উপরোক্ত তিনটি আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন, ঈমান আনার পর মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশের যে নাফরমানী করে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অপর আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্যদের জন্য অতি কঠিন শাস্তি অবধারিত। রাব্বুল আলামীনের নিকট, তাঁর মাহবুবকে যে কষ্ট দেয়, যে তাঁর অবাধ্য হয়, সে কতই অপ্রিয় এবং ক্রোধে নিপতিত। অর্থাৎ এমন লোকদেরকে, যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণা করবে, তাদেরকে জাহান্নামের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে, রাসূলে পাকের নির্দেশের বিরোধিতায় ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সব সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এখানে একথা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত শুধু প্রকাশ্য নয়, বরং আমাদের অন্তরের খবরও জানেন।

এজন্য, এ ধরনের কল্পনাকে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতাকে) অন্তরে স্থান দেয়াও অভিযুক্ত হওয়ার কারণ হয়।

আমরা মুসলমানদের মধ্যে (খোদা না করুক) যদি এমন কোন পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তবে কালবিলম্ব না করেই তা থেকে তাওবা করে নেয়া এবং 'ইস্তিগফার' (আস্তাগফিরুল্লাহ) অর্থাৎ আমি আল্লাহর দরাবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি বলে এ অপরাধের জন্য দয়ালু আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত।

এ নির্দেশের অনুরূপ আরো একটা আয়াত–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

অনুবাদ : কাজেই, হে মাহবুব! আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুসলমান হবে না, যতক্ষণ না পরস্পরের বিরোধে আপনাকে বিচারক সাব্যস্ত করে। অতঃপর যা কিছু আপনি নির্দেশ করেন আপন অন্তরে তা সম্পর্কে কোন বাধা (সন্দেহ) না হয় এবং আন্তরিকতা সহকারে মেনে না নেয়।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৬৫

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুবের উল্লেখপূর্বক শপথ করে বলেছেন, ঈমানদারগণের ঈমান কবুল হবে না যখন তারা কখনো পরস্পর পরস্পরের বিরোধে পতিত হয় তখন রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা ফয়সালা করে দেবেন, কোন প্রকার ওযর-আপত্তি ব্যতিরেকে তা মেনে না নেয়। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইরশাদের পর অন্তরেও তার পরিপন্থী কল্পনা করা, ঈমান বিনষ্ট করার বিপদ খরিদ করারই নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা যেমনি তাকিদ সহকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আন্তরিকভাবে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তা অপেক্ষাও অধিক তাকিদ সহকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন এবং অবাধ্যতাকারীদেরকে কঠিন শাস্তির উপযোগী সাব্যস্ত করেছেন আর এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, তার ঈমানও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না।

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

অনুবাদ : **এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁরই সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, যাতে তারা সর্বদাই অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি অবধারিত।**

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ১৪

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা হোক কিংবা তাঁর রাসূলের প্রতি অবাধ্যতা হোক উভয় ক্ষেত্রেই কঠিন শাস্তির হুমকি রয়েছে। কাজেই প্রতিটি মুসলমান এবং ঈমানদারের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহ জেনে নেয়া এবং তদানুযায়ী আন্তরিকভাবে আমল করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা তা থেকে মুখ ফিরানোর কারণে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ

أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

অনুবাদ : **(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ, তোমাদের সওদা যাতে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এবং তোমাদের পছন্দনীয় ঘর-বাড়ি (বাসস্থান) – এসব বস্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহর) রাস্তায় যুদ্ধ করা থেকেও অধিক প্রিয় হয়, তবে রাস্তা দেখ যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আপন নির্দেশ আনয়ন করবেন। আর আল্লাহ ফাসিকদের (কাফির) পথ প্রদর্শন করেন না।**

সূরা : আল-আনফাল, আয়াত : ২৪

এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, আমাদের জন্য ঈমানে বিশুদ্ধতা ও তার মকবুলিয়তের জন্য আল্লাহ তায়ালা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমস্ত প্রিয় বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় রাখা অপরিহার্য।

অনুরূপ অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴿٦﴾

অনুবাদ : **এই নবী, মুসলমানদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়।**

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৬

এতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় জানেন। এ হুকুম তো সব হুকুমের ওপরই প্রাধান্য রাখে। এতে শুধু আপন সব প্রকার কু-প্রবৃত্তিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতে পরিহার করার হুকুম রয়েছে তা নয়, বরং আপন প্রাণ পর্যন্ত কোরবানী করতেও সামান্যতম দ্বিধাবোধ করা উচিত নয় বলে উল্লিখিত হয়েছে।

॥৬॥

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক বরকমতময় কাজ সর্বদা একমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর মর্জিরই অবিকল। এমনকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক উঠা-বসা, শয়ন, চলাফেরা–

সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং সন্তুষ্টি মোতাবেকই। আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

অনুবাদ : **আপনি বলে দিন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কোরবানীসমূহ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জাহানের প্রতিপালক।**

সূরা : আল-আন'আম, আয়াত : ১৬২

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴿١٧﴾

অনুবাদ : **অতঃপর আপনি এদেরকে হত্যা করেন নি, বরং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং হে মাহবুব! সেই মাটি, যা আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন, (তা) আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন।**

সূরা : আল-আনফাল, আয়াত : ১৭

অর্থাৎ এসব আয়াতে একথা পরিষ্কার হলো যে, যে কাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র হাতে করেছিলেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ফরমাচ্ছেন– "তা তো আমি নিজেই করেছিলাম।" আল্লাহ! আল্লাহ! কি শান, মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের। তাঁর প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক আমল আল্লাহরই জন্য; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেও।

অপর এমন এক আয়াত দেখুন, যা বাইয়াতে রিদওয়ানের সময়ই নাযিল হয়েছিল–

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ ﴿١٠﴾

অনুবাদ : **যারা আপনার বাইয়াত গ্রহণ করেছে, তারা তো আল্লাহরই হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে। তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে।**

সূরা : আল-ফাতহ, আয়াত : ১০

॥৭॥

কুরআন করীমে আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিশে অবস্থান সম্পর্কে কয়েকটা আয়াতে 'আদব' (নিয়মাবলী) শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো থেকে দু'একটা পেশ করা হলো। এটা হুজুরের শান (মর্যাদা) যে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই ইরশাদ করেছেন যে, তাঁর মাহবুবের নিকট যখন কেউ হাজির হবে এবং তাঁর সাথে কেমন আচরণ করবে, তবে তার সঠিক নিয়ম কি, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ বেয়াদবী করে আল্লাহর অসন্তুষ্টির যোগ্য না হয়ে বসে।

(ক)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

অনুবাদ : **হে ঈমানদারগণ! 'রায়েনা' বলো না, এবং এ আরজ কর– "হুজুর! আমাদের ওপর নজর রাখুন" এবং মনোযোগ সহকারে শোন! আর কাফেরদের জন্য কঠিন আযাব (অবধারিত)।**

সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ১০৪

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিসে যখন বসবে তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মুনাফিকসুলভ শব্দ ব্যবহার করো না। (যেমন- রায়েনা) বরং আদব সহকারে তাঁর খেদমতে তোমাদের দিকে নজর করার জন্য দরখাস্ত কর। কিন্তু উত্তম হলো এটাই যে, যেন এর প্রয়োজন না হয়, বরং প্রথম থেকেই পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোন এবং আপন ধ্যানকে মাহবুবে রাব্বুল আলামীনের দিকে লাগিয়ে রাখ যেন তাঁর প্রতিটি কথা এবং কাজ প্রথম থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারো। পক্ষান্তরে এ হেদায়তের পাবন্দী না করার কারণে কঠিন শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে।

(খ)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿٦٣﴾

অনুবাদ : **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করাকে তেমন দাঁড় করায়োনা, যেমন তোমরা একে অপরকে আহ্বান কর।**

সূরা : আন-নূর, আয়াত : ৬৩

অর্থাৎ এতে পূর্ণ শালীনতা বজায় রাখা উচিত, বিশেষতঃ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়। আমরা পার্থিব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও মহৎ ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করি। সুতরাং উভয় জাহানের সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করার সময় কি ধরনের আদব ও সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক তা তো সুস্পষ্টই। যখন খোদ আল্লাহ তায়ালাই এর তাকিদ ফরমাচ্ছেন।

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

অর্থাৎ আসমানের নীচে (পৃথিবীতে) আদবের জন্য আরশ অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র স্থান রয়েছে। এখানে জুনাইদ এবং বায়েজীদ বোস্তামীও (রাহ.) আপন সত্ত্বাকে হারিয়ে এসেছেন। (অর্থাৎ প্রিয় নবীর পবিত্র দরবারে)

(গ)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে বাড়বে না এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

সূরা : আল-হুজরাত, আয়াত : ১

অর্থাৎ যে কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা এবং হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সীমা নির্ধারণ করেছেন তা থেকে আগে অগ্রসর হয়ো না এবং ঈমানের চাহিদাও এটাই। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত সীমার অভ্যন্তরে থাকা উচিত।

(ঘ)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ

ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! আপন স্বরসমূহ উঁচু করো না সেই গায়েবের সংবাদদাতার (নবীর) স্বর অপেক্ষা এবং তাঁর সামনে চিৎকার করে কথা বলো না; যেমন পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সামনে চিৎকার করে থাক; যেন কখনো তোমাদের অগোচরে তোমাদের কর্ম বিনষ্ট না হয়। নিশ্চয়ই যারা আপন স্বরসমূহকে নিম্ন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে, তাদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা পরহেজগারীর জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা সওয়াব রয়েছে।

সূরা : আল-হুজরাত, আয়াত : ২-৩

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হলো যে, হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মজলিশে কথা বলার সময় আল্লাহ তায়ালা আদব অবলম্বনের তাকিদ দিয়েছেন এবং নিম্নস্বরে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর সর্তক করে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি আদব বজায় না রাখ, তবে তোমাদের সমস্ত সৎকাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য অন্যান্য স্থানে স্বরকে যারা উঁচু করে তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের পুরস্কৃত করার ওয়াদা করেছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ ﴿٥٣﴾

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহে অনুমতি দেওয়া না হলে আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেও, কথা-বার্তায় মশগুল হয়ো না।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৫৩

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র গৃহে হাজির হওয়ার আদব বা নিয়মাবলীও নিজে শিক্ষা দিয়েছেন।

(ঙ)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

অনুবাদ : এবং কোন মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্য এ কথা শোভা পায় না যে, যখন আল্লাহ এবং (তাঁর) রাসূল কোন হুকুম করেন তখন তাদের আপন বিষয়ে কোন ইখতিয়ার থাকবে। আর যে ব্যক্তি হুকুম মানে না আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে, পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৩৬

এ কথা সুস্পষ্ট হলো যে, কোন কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম জানা গেলে, অতঃপর মুমিনের জন্য আপন ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশিমত কোন কথা বলা কিংবা কাজ করা কল্পনারও বহির্ভূত হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে আপন নফস এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তা থেকে অনু-পরমাণু মুখ ফেরানোর খেয়ালও মনে না আসা উচিত এবং অপরিহার্য।

কবি বলেন,

خلاف پیغمبر کسے راہ گزید ÷ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

অর্থাৎ যে আল্লাহর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপন্থী রাস্তা অবলম্বন করেছে সে কখনো আপন লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছবে না।

– শেখ সাদী (রাহ.)

(চ)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরাবারে আরজ করতে চাও তখন আরজ করার পূর্বে

কিছু সদকা (হাদিয়া) পেশ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম এবং পবিত্র। অতঃপর তোমরা যদি এতে অপারগ হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

সূরা : আল-মুজাদিলা, আয়াত : ১২

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কিছু আরজ করতে চাইলে তার পূর্বে সাধ্যমত কিছু সাদকা (হাদিয়া) পেশ কর, আল্লাহর রাহে কিছু খরচ করে নাও। অতঃপর আরজ করার জন্য হাজির হও! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা সহকারে প্রত্যক্ষকারীগণ এবং মদীনা মুনাওয়ারায় হাজিরাদাতাগণকে একথা পূর্ণাঙ্গরূপে স্মরণ রাখতে হবে, যাতে তার আরজ আল্লাহর দরবারেও মকবুল হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এটা আদব বা নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন।

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

অনুবাদ : হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য নারীর মত নও।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত ৩২

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

অনুবাদ : তোমাদের একথা শোভা পায় না যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেবে, না একথাও যে, তাঁর পরে কখনো তাঁর স্ত্রীদের সাথে বিবাহ করবে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর নিকট ঘোরতর অপরাধ।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৫৩

আল্লাহর পবিত্রতা! হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণের মান বা মর্যাদাকে দুনিয়ার অন্যসব নারী থেকেও স্বতন্ত্র করা হয়েছে, তাঁদেরকে অনন্য মর্যাদা দান করা হয়েছে।

॥৮॥

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ ﴿١١٠﴾

অনুবাদ : তোমরা হলে সব উম্মতের মধ্যে অধিক উত্তম; যারা মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করছো আর আল্লাহর ওপর ঈমানদার।

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতকে সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে তাদের দায়িত্বে এ-কাজটা সোপর্দ করা হয় যেন তারা মানুষকে নেক কাজ ও আল্লাহর রাহে খরচ করার জন্য নির্দেশ দেয়, প্রত্যেক মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং বারণ করে। নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট লোকেরা অনুরূপই করে থাকে। বস্তুতঃ এমন লোকেরাই উত্তম। ভালো-মন্দের মাপকাঠি হচ্ছে যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন এবং যা বিশ্বপ্রতিপালকের মাহবুব ইরশাদ করেছেন।

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا ﴿٨٠﴾

অনুবাদ : এবং এ-আরজই করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্যিকাররূপে প্রবেশ করান এবং সত্যিকারভাবেই বের করেন, আমাকে আপন তরফ থেকে সাহায্যকারী ও বিজয় দান করুন।

সূরা : আল-ইসরা, আয়াত : ৮০

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কাজ সত্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কোন কাজ করা বা পরিহার করা উভয়ই সত্য সহকারে ছিল।

॥৯॥

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

অনুবাদ : এবং যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে এবং তার ওপর ঈমান এনেছে যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করা

হয়েছে এবং তা-ই তাদের প্রতিপালকের নিকট সত্য; আল্লাহ তাদের মন্দসমূহ মোচন করেন এবং তাদের অবস্থাদিকে সুন্দর (সংশোধন) করেন।

সূরা : মুহাম্মদ, আয়াত : ২

অর্থাৎ : হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত কোরআন করীমের ওপর ঈমান আনয়নকারী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করার এবং পূণ্যসমূহ বাড়িয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছেন।

॥১০॥

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

অনুবাদ : এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ তায়ালা নবীগণ (আ.)-এর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, যে কিতাব ও হিকমত আমি তোমাদেরকে প্রদান করব অতঃপর তোমাদের নিকট তশরীফ আনবেন সে মহান রাসূল, যিনি তোমাদের কিতাবসমূহকে প্রত্যয়ন করবেন। তোমরা অবশ্যই তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁর সহায়তা করবে। তিনি (আল্লাহ) ইরশাদ করলেন, তোমরা কি মেনে নিয়েছ? এবং আমার এ ভারী দায়িত্ব গ্রহণ করেছ? সবাই আরজ করলেন– (হ্যাঁ) আমরা মেনে নিলাম। অতঃপর ইরশাদ করেন– তোমরা একে অপরের ওপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমিও তোমাদের সবার ওপর সাক্ষী আছি।

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৮১

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আলমে আরওয়াহে (রূহ জগতে) প্রত্যেক নবী (আ.) থেকে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নুবুয়ত প্রকাশের ওপর ঈমান আনার এবং তাঁরই সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। এটা একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরই শান যে, সমস্ত নবী কর্তৃক তাঁর সাক্ষ্য দেয়ার এবং তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদেরকে এ নির্দেশ (তাঁদের নিজ নিজ) উম্মদের

মধ্যে প্রচার করার জন্যই ছিল। যখন এমন এক মহান নবী আসবেন, তখন তাঁদেরকে মান্যকারী সবাই যেন সেই সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ওপর ঈমান আনে। অর্থাৎ বর্তমানে সেই ঈমানই গ্রহণযোগ্য হবে।

যখন কোন গোত্র প্রধান থেকে আনুগত্য গ্রহণ করা হয় তখন আনুগত্য গোটা গোত্রের ওপরই অপরিহার্য হয়ে যায়। এখন যেহেতু সমস্ত নবীগণ (আ.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর রেসালতের ওপর ঈমান আনার, তাঁর আনুগত্য করার এবং সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন সমস্ত উম্মতকে এর পাবন্দ (অনুগত) হতে হবে।

আর এমন কোন গোত্রে, যারা যে নবীরই উম্মত হোক না কেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর ওপর ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারে না।

॥ ১১ ॥

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

অনুবাদ : (হে আমার মাহবুব!) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সত্য সহকারে এবং সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আপনাকে দোজখীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴿٩﴾

অনুবাদ : হে আমার মাহবুব ! নিঃসন্দেহে আমি প্রেরণ করেছি আপনাকে সাক্ষী করে এবং সু-সংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী। হে লোক সকল ! ঈমান আন আল্লাহর ওপর এবং তাঁরই রাসূলের ওপর এবং সম্মান কর রাসূলকে।

(সূরা-৪৮, আয়াত-৮-৯)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

অনুবাদ : হে গায়েবের খবরাদি বর্ণনাকারী (নবী)! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী (হাজের-নাজের) এবং সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে তাঁরই নির্দেশে আহ্বানকারী এবং প্রজ্জ্বলিত সূর্য (রূপে)।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৪৫–৪৬

এ তিনটি আয়াতে করীমায় আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে "বশীর" অর্থাৎ সুসংবাদদাতা এবং "নযীর" বা ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সৎকর্মকারীকে হুজুর (তাদের) পরকালীন জীবনে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ করে ধন্য হবার সুসংবাদ প্রদান করেন এবং মন্দকারীকে খোদা তায়ালার অসন্তুষ্টি থেকে ভীতি প্রদর্শন করেন। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দের উৎস। আর তাঁর অসন্তুষ্টি সব কষ্টের ধারক। এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান বা মর্যাদা যে, এ দু'টো কাজকে কোন প্রকার চরম পন্থা কিংবা শিথিল পন্থা অবলম্বন করা ব্যতিরেকে পূর্ণমাত্রায় ন্যায়পরায়নতা সহকারে আঞ্জাম দিয়েছেন আর যার প্রশংসা ও সত্যায়ন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও এবং এর সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা "সাক্ষী" শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা। সাক্ষী কে হয়? যে বা যিনি ঘটনাস্থলে থাকেন, প্রত্যক্ষ করেন, শুনেন।

প্রত্যেক ফিকহ শাস্ত্রবিদ জানেন যে, শরীয়তের কানুন, সাক্ষ্যের ব্যাপারে শুধু শুনার ওপর ভিত্তি করে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে যদি পর্দার পেছনে থেকে শুনেও সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা সবার ওপর সাক্ষী করে প্রেরণ করেছেন। আর সাক্ষী হওয়ার কথা সাক্ষ্য দিয়েছেন খোদ খোদা তায়ালা। আর এর সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা সিরাজুম মুনীরা (প্রজ্জ্বলিত সূর্য)-এর উপাধি দান করে ধন্য করেছেন। অর্থাৎ এমন সূর্য, যা সবকিছুকে আলোকিত ও পরিপূর্ণ করে। যার আলোকে প্রত্যক্ষকারী প্রত্যক্ষ করে ও দেখে। আর যদি এ আলোক (নূর) না-ই হতো তবে শুধু অন্ধকারই হতো। অন্ধকার তো এমনিতে দেখতে পায় না, কিন্তু এ 'নূর' ব্যতিরেকে তো চোখধারীও দেখতে অক্ষম। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্মান দান করেছেন। আর ঈমানদারগণকে তাঁকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ
لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا۟ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

অনুবাদ : এবং যখন এরা আপন আত্মাসমূহের ওপর অত্যচার করে বসে (পাপাচার করে) এবং হে আমার মাহবুব! এরা আপনার নিকট এসে যায় আর আল্লাহর নিকট আপন গুনাসমূহের ক্ষমা চায়, এবং রাসূলও যদি তাদের জন্য সুপারিশ করেন, তবেই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়াবান পাবে।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ৬৪

অর্থাৎ পাপ করার পর যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়, আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও যদি তাদের জন্য মাগফেরাত চান, তবেই দয়াবান আল্লাহ সেটাকে গ্রহণ করে নেন। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন শরীফের মর্মার্থ স্থায়ী আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের ছায়া সমস্ত উম্মতের ওপর সব জমানার জন্য স্থায়ীভাবেই রয়েছে, থাকবে। এজন্য এ মাধ্যম বানানো আজও তখনকার ন্যায় কার্যকর যেমন ছিল উৎকৃষ্টতম জমানায়। কেননা আল্লাহ তায়ালার বাণীও সত্য এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতও সঠিক। হ্যাঁ, অবশ্য আমাদের আগ্রহ, আমাদের প্রার্থনা এবং আমাদের বিশ্বাসও খাঁটি হওয়া চাই।

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ
قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

অনুবাদ : এবং নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বপ্রতিপালকের নাযিল করা, সেটা নিয়ে রূহুল আমীন (হযরত জিব্রাঈল আ.) নিশ্চয়ই নাযিল হয়েছেন আপনার কলবের ওপর, যেন আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন আরবী ভাষায়।

সূরা : আশ-শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৫

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴿٢١﴾

অনুবাদ : যদি আমি এ কুরআন মজীদ কোন পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে অবশ্যই সেটাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে কুটরো টুকরো পতিত।

সূরা : আল-হাসর, আয়াত : ২১

এ কুরআন করীম যদি পাহাড়ের ওপর নাযিল হতো তবে তা সেটা বহন করতে পারতো না। কিন্তু সুবহানাল্লাহ! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান দেখুন! আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তর (কলব) এর কেমন প্রশস্ততা যে, তাঁরই কলবের ওপর এ-কুরআন করীম আল্লাহ জাল্লা শানুহু রূহুল আমীন (হযরত জিব্রাঈল আ.)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেছেন। এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু যে এটার ধারক ও বাহক তা নয়, বরং সেটাকে বিশুদ্ধভাবে বুঝেনও। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কী শান!

॥১২॥

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ
مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ
فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

অনুবাদ : আপনি বলে দিন, হে মানবকুল! আমি তোমাদের সবারই প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল, যারই জন্য আসমানসমূহ এবং জমিনের বাদশাহী। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। কাজেই ঈমান আন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ওপর যিনি হচ্ছেন নবী (গায়েবের সংবাদদাতা) ; কোন পার্থিব ওস্তাদের নিকট পড়েন নি; আল্লাহ ও তাঁর উক্তিসমূহের ওপর ঈমান রাখেন এবং তাঁরই গোলামী কর, যাতে তোমরা সঠিক পথের দিশা পাও।

সূরা : আল-আরাফ, আয়াত : ১৫৮

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾

অনুবাদ : মহান বরহকময় সেই পবিত্র সত্ত্বা, যিনি কুরআন করীম নাযিল করেছেন, আপন (প্রিয়) বান্দার ওপর, যিনি সমগ্র বিশ্বকে ভীতি প্রদর্শনকারী।

সূরা : আল-ফুরকান, আয়াত : ১

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ
كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

অনুবাদ : তিনি, যিনি আপন রাসূলকে হেদায়ত ও সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, এজন্য যে, সেটাকে সব দ্বীনের ওপর বিজয় দান করবেন, যদিও অপছন্দ করে মুশরিকগণ।

সূরা : আস-সাফ, আয়াত : ৯

এ তিনটি আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্ণ রিসালতের ঘোষণা করেছেন। এ জন্যই এখানে সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন গোত্র কিংবা সম্প্রদায়ের দিকে নন, বরং সমস্ত মানুষেন প্রতি প্রেরিত, যেন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার পয়গাম পৌছান এবং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন– যদি তোমরা হেদায়তপ্রাপ্ত হতে চাও এবং সঠিক রাস্তায় চলতে চাও, যে রাস্তা তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব ও সফল করে, তবে সেই উম্মী (আসলী) নবীর পায়রবী (অনুসরণ) ও তাবেদারী (আনুগত্য) কর। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাবেদারী করবে, সত্য দ্বীনের ওপর চলবে, সে-ই অন্য সবার ওপর বিজয়ী হবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্য দ্বীনকে বাকী সব দ্বীনের ওপর বিজয়ী (প্রাধান্য প্রাপ্ত) বলে ঘোষণা করেছেন।

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

অনুবাদ : আর এ-নবী গায়ব বর্ণনায় কৃপণ নন।

সূরা : আত-তাকবীর, আয়াত : ২৪

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ

مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى
مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟
فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

অনুবাদ : আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ অবস্থায় ছাড়বার নন যে অবস্থায় তোমরা আছো, যে পর্যন্ত অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক না করেন এবং আল্লাহর শান এ নয় যে, হে সাধারণ লোকগণ! তোমাদেরকে গায়েবের ইলম দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আল্লাহ নির্বাচন করে নেন আপন রাসূলগণ থেকে যাকে চান, তবে ঈমান আন এবং পরহেজগারী অবলম্বন কর। তবেই তো তোমাদের জন্য বড় সওয়াব।

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن
رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

অনুবাদ : গায়ব জ্ঞাতা। কাজেই তিনি আপন গায়েবকে কারো ওপর প্রকাশ করেন না আপন পছন্দ করা রাসূলগণ ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর (রাসূল) সামনে ও পিছনে প্রহরী মোতায়েন করে দেন।

সূরা : আল-জিন, আয়াত : ২৬-২৭

নবী শব্দটি 'নবা' থেকে উদ্ভূত। 'নবা' মানে খবরসমূহ। সুতরাং 'নবী' মানে খবরদাতা। কোন ধরনের খবরসমূহ?

যেসব খবর প্রদানের ক্ষেত্রে আপন মানবীয় কামালাত (পূর্ণতা) প্রয়োগ করা সত্ত্বেও অবগত হতে পারে না, যেগুলো শুধু আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই পৌছেছে। প্রকাশ থাকে যে, এধরনের খবরকেই আমরা গায়েবের খবর বলবো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

অন্য এক আয়াত, যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً
لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾

অনুবাদ : (হযরত ঈসা (আ.) বলেন যে,) এবং তোমদের বলে দিচ্ছি যা তোমরা আহার করে থাক আর যা তোমরা আপন আপন গৃহে লুকিয়ে মওজুদ

রাখছ। নিশ্চয়ই এসব কথায় তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখ।

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৪৯

হযরত ঈসা (আ.)-এর তো এ ধরনের ইলমে গায়ব অর্জিত ছিল আর তা আল্লাহরই প্রদত্ত ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তো পূর্বে কতিপয় আয়াত এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়। এখন প্রত্যেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি নিজেই চিন্তা করবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদার জন্য কি কি জিনিস শোভা পেতে পারে আর এর সীমাই বা কি হতে পারে! যার ইঙ্গিত এসেছে সূরা নজমের ১৮ নং আয়াতে।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

অনুবাদ : **তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিলেন।**

সূরা : আন-নাজম, আয়াত : ১৮

॥১৩॥

وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

অনুবাদ : **এবং সম্মান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদেরই জন্য। কিন্তু মুনাফিকগণ এর জ্ঞান রাখে না।**

সূরা : আল-মুনাফিকূন, আয়াত : ৮

প্রকৃত অর্থে সম্মান মহান ও পরম সম্মানিত আল্লাহ তায়ালারই এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবং তাদের জন্যই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে। শুধু সে সম্মানই দীর্ঘস্থায়ী ও চিরস্থায়ী আর উভয় জগতেই! যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে অর্জিত হয়।

॥১৪॥

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

অনুবাদ : **নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে সেই রাসূল যাঁর নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া অতি কষ্টদায়ক, তোমাদের উপকারই চূড়ান্তভাবে কামনাকারী, মুসলমানদের ওপর পূর্ণ দয়াবান।**

সূরা : আত-তাওবা, আয়াত : ১২৮

অর্থাৎ এতে আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যময় আদর্শের কথাটা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি মানব-সন্তানদেরকে কষ্টের মধ্যে দেখতে চান না এবং তাদেরকে সমস্যাদি ও বিভিন্ন কষ্টে ও মুসীবতসমূহে দেখা মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বড় কষ্টের কারণ হয়। তিনি সর্বদা তাদের হিতার্থে চেষ্টারত থাকেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত মঙ্গল হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর প্রকৃত মুসীবত হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। এজন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়তকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে হেদায়তের রাস্তা দেখাতে এবং তার ওপর পরিচালিত করতে এবং মুসীবত থেকে রক্ষা করতে সর্বদা চেষ্টারত ছিলেন। নিশ্চয়ই সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণ 'রাউফুন' এবং 'রাহীমুন' (দয়ালু ও দয়াবান) মুমিনদের জন্য সব সময় প্রকাশিত হয়েছে।

॥১৫॥

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴿٣٣﴾

অনুবাদ : **এবং আল্লাহ তায়ালার শান এমন যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি তাদের মধ্য মওজুদ থাকবেন।**

সূরা : আনফাল, আয়াত : ৩৩

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিত সরাসরি 'বালা' অপসারণকারী এবং কষ্ট লাঘবকারী। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযাব নাযিল হতে পারে না এবং আল্লাহ তায়ালার এটাই ফয়সালা। তাছাড়া একথাও বুঝা গেল যে, মদীনা তৈয়্যবাহ সদা-সর্বদা আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত থাকবে। এতদ্ব্যতীত যে অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্থান পেয়েছেন তার তো বালাই নেই।

॥১৬॥

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَـٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

অনুবাদ : হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর এবং তালাশ কর তাঁর প্রতি 'ওসীলা' (মাধ্যম) । আর জিহাদ করো তাঁরই রাহে; যাতে তোমরা সাফল্য লাভ কর।

সূরা : আল-মায়িদা, আয়াত : ৩৫

যে কোন প্রকারে ওসীলা তালাশ করা এবং অর্জন করার জন্য এমন ব্যক্তির সাথে পরিচিতি এবং বন্ধুত্ব হওয়া জরুরী, যিনি তাঁর অতীব নিকটবর্তী হবেন এবং সেই ওসীলা সর্বোত্তম এবং সাফল্যজনক হয়। এ সৃষ্টি জগতে আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে নিকটবর্তী সত্ত্বা হচ্ছেন হুজুর করীম আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আমরা গুনাহগার মানুষদের জন্য আল্লাহর দরবারে তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক ওসীলা তালাশ করার জন্য রাহমাতুল্লিল আলামীনের বরকতময় সত্ত্বা অপেক্ষাও অধিকতর উত্তম আর কে হতে পারে? যখন খোদ আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত দিয়েছেন 'জাউ-কা' (আপনার নিকট আসবে), যার প্রাসঙ্গিক আয়াত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মোতাবেক তাঁরই প্রতি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওসীলা তালাশ করতে থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ প্রতিটি কাজে সফলতার জন্য অকা-এ নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওসীলা অর্জিত হওয়া জরুরী। এক্ষেত্রে তরীকতের পথ প্রদর্শকগণের (পীরে কামেলগণ) দিশা অর্জন করা জরুরী।

॥১৭॥

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿٦٧﴾

অনুবাদ : আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করবেন মানুষ থেকে।

সূরা : আল-মায়িদা, আয়াত : ৬৭

আল্লাহ! আল্লাহ! কী শান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের! এ আয়াত তখনই নাযিল হয়েছে যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রুগণ তাঁর প্রাণনাশের জন্য উদ্যত ছিল। এবং তাঁকে শহীদ করার বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরী করছিল, নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আর এ চেষ্টায় রত ছিল যে, হাতে সুযোগ আসতেই তারা এ কাজ (হত্যা) সমাধা করে নেবে। (তখন) রাসূলে পাকের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীগণ (রা.) সর্বদা তাঁকে পাহারা দিতেন। এমন সময়ই যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুবের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন, তখন থেকে মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাহারা দেয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং এর পর কখনো এ কাজের অনুমতি দেননি। কেননা, যখন খোদ আল্লাহ রক্ষাকারী তখন আবার অন্য কারো পাহারার কি প্রয়োজন?

॥১৮॥

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٩﴾

অনুবাদ : **মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল; এবং সেসব লোক যাঁরা তাঁর সাথে থাকেন, (তাঁরা) কাফেরগণের ওপর কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি বিনম্র অন্তরসম্পন্ন। অতঃপর তাদেরকে দেখেছেন, তারা রুকু ও সিজদা করে, (তারা) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কৃপা চায় এবং তাদের চিহ্ন তাদের চেহারার ওপর সিজদাসমূহের নিশানা রয়েছে।**

সূরা : আল-ফাতহ, আয়াত ২৯

এখানে আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবীগণেরও প্রসংশা করেছেন। আল্লাহরই পবিত্রতা! কি শান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের! আল্লাহ তায়ালা শুধু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণ বর্ণনা করেন না; বরং তাঁর সঙ্গপ্রাপ্তদেরও প্রশংসা করেছেন। এ আয়াত শরীফ না শুধু সাহাবায়ে কেরামের বেলায়ই প্রযোজ্য; বরং সেসব লোকের বেলায়ও প্রযোজ্য, যারা ঈমান

আলোকে সজ্জিত এবং তাঁরই নূরানী সঙ্গ দ্বারা সম্মানিত। (সুতরাং আল্লাহরই জন্য সব প্রশংসা)।

॥১৯॥

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

অনুবাদ : হে মাহবুব! তারা আপনাকে আপনার ওপর খোঁটা দিচ্ছে যে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে। আপনি বলে দিন, ইসলাম গ্রহণের জন্য খোঁটা দিওনা। বরং আল্লাহ তোমাদের ওপর অনুগ্রহের উল্লেখ করেন; তিনি তোমাদেরকে ইসলামের দিকে হেদায়ত করেন; যদি তোমরা সত্য হও।

সূরা : আল-হুজরাত, আয়াত : ১৭

ইসলাম গ্রহণ করে সেটাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর খোঁটা হিসেবে উল্লেখ করতে আল্লাহ তায়ালা শুধু অপছন্দ করেন নি; বরং বাস্তবও তাই যে, এটাতো ঈমানদারদের ওপর আল্লাহ তায়ালার বড় ইহসান (অনুগ্রহ) যে, তিনি তাদেরকে হেদায়ত এবং ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকময় করেছেন। আর সাচ্চা ঈমানের এটাই নিদর্শন যে, তারা আপন ঈমান এবং প্রত্যেক সৎ কাজের শক্তিকে আল্লাহ তায়ালারই কৃপা এবং অনুগ্রহ বলে মনে করে।

কবি বলেন,

جو کچھ ہوا ہو کرم سے تیرے　　جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا

অনুবাদ : যা কিছু হয়েছে তোমারই দয়ায় হয়েছে, আর যা কিছু হবে তোমারই অনুগ্রহে হবে।

॥২০॥

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

অনুবাদ : এবং কতই ভালো হতো যদি তারা এর ওপর রাজী হয়ে যেতো যা আল্লাহ এবং রাসূল তাদেরকে প্রদান করেছেন আর একথা বলতো যে, আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। এখন আমাদেরকে প্রদান করেন আল্লাহ তায়ালা আপন অনুগ্রহ থেকে এবং তাঁরই রাসূল। আল্লাহরই দিকে আমাদের একমাত্র আগ্রহ।

সূরা : আত-তাওবা, আয়াত : ৫৯

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দান এবং তাঁর রাসূলের দানের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁরই রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করারই নামান্তর মাত্র এবং যার ওপর আল্লাহ তায়ালার রাজী হয়ে গেছেন, সবকিছু তারই জন্য।

॥২১॥

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা তো একথাই চান যে, হে নবীর পরিবারভুক্তগণ! তিনি তোমাদের থেকে প্রত্যেক প্রকার অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করবেন।

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৩৩

দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গকেও পবিত্র করেছেন, তাঁদেরকে পবিত্র করার কথা ঘোষণা করেছেন।

॥২২॥

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

অনুবাদ : পবিত্রতা তাঁরই যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চতুর্পার্শ্বে আমি বরকত রেখেছি;

এজন্য যে, আমি তাঁকে আপন মহান নির্দশনসমূহ দেখাব। নিশ্চয়ই তিনি শুনেন, দেখেন।

সূরা : আল-ইসরা, আয়াত ; ১

এ আয়াতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ যেই খাস পুরস্কার প্রদান করেছেন তা খুব জোরালো ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, আপন সত্ত্বার সাথে 'সুবহানা' বা 'পবিত্রতা' সংযোজন করেছেন। অর্থাৎ এই যে, যে কথাটা উল্লেখ করা হচ্ছে তা এক মহান বস্তু। আর তা হচ্ছে– আল্লাহ তায়ালা মহান জাতে পাক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মেরাজ শরীফের উল্লেখ করেছেন– আল্লাহ তায়ালা আপন খাস বান্দাকে রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে বরকতময় মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আপন অগণিত নির্দশন, অগণিত আশ্চর্যজনক বস্তু ও জড় বস্তু প্রত্যক্ষ করান।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, মে'রাজ শরীফ ছিল সশরীরে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আপন সত্ত্বার সাথে সুবহানা (পবিত্রতা) সম্বন্ধিত করে এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, মে'রাজ যদি স্বপ্নযোগে হতো কিংবা রূহানীভাবে হতো তবে তার বর্ণনায় এত মহত্ত্বজ্ঞাপক বাক্য ব্যবহৃত হতো না। যখন আজকালকার জমানায় রাব্বুল ইজ্জতের মোকাবিলায় অতীব সীমাবদ্ধ ইখতিয়ার সম্পন্ন মানুষ আপন তৈরী করা যানসমূহ, উড়োজাহাজ, গাড়ী ইত্যাদি দ্বারাও এ কাজ করতে পারে, তখন নিঃসন্দেহে যে বাক্যটাকে রাব্বুল ইজ্জত আপন জাতের সাথে সোবহানা বলে পুনরাবৃত্তি করেছেন সেটা অতীব মহান হবে এবং নিঃসন্দেহে এটা ছিল একসাথে সশরীর এবং রূহানী মে'রাজ। তদুপরি 'আব্দ' শব্দটি শরীর সহকারেই পূর্ণ হয়, শুধু রূহ দ্বারা নয়।

॥২৩॥

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَـٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾

অনুবাদ : হে মানবকুল! নিশ্চয় তোমাদের নিকট এসেছে সুস্পষ্ট দলিল এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদেরই প্রতি প্রামাণ্য নূর-জ্যোতি।

সূরা : আন-নিসা, আয়াত : ১৭৪

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

অনুবাদ : নিশ্চয়ই এসেছে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে একটা জ্যোতি এবং জ্যোতিময় কিতাব।

সূরা : আল-মায়িদা, আয়াত : ১৫

এ দুটো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাব এবং এটা ছাড়াও একটা 'নূর' (জ্যোতি) প্রেরণের উল্লেখ করেন। ২য় আয়াতে 'নূর' এবং আলোকময় কিতাব প্রেরণের কথা উল্লেখ করেন। প্রকাশ থাকে যে, এ নূর জ্যোতিময় কিতাব ছাড়া অন্য কিছু। কেননা, এতে 'ওয়াও' অর্থ 'এবং' শব্দটা উভয়ের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে আমরা অবহিত হয়েছি যে, কিতাব ছাড়া যে নূর আসার কিংবা অবতরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য হতে পারেন। কেননা, ফেরেশতা বিনা মাধ্যমে মানবগণের নিকট আসেনি। আর এ 'নূর' দ্বারা শুধু আকায়ে নামদার সরকারে মদ্বীনা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য, যাঁরই মাধ্যমে বেলায়তের জ্যোতি এবং সমুজ্জ্বল কিতাব পৌঁছেছে। 'সীরাজুম মুনীরা' উপাধিও এ মর্মে অকাট্য দলিল। হ্যাঁ, অন্যত্র ইসলাম, ঈমান ও কুরআন মজিদকেও নূর বলা হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু পাওয়া গেছে এবং অর্জিত হয়েছে আর যে কেউই অর্জন করেছে সেটাতো নূরই নূর। সূর্য থেকে তো আলোই পাওয়া যায়।

وصلی اللہ علی نور کزو شد نورہا پیدا
زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا

অর্থাৎ এ মর্মে আশেক কবি বলেন, আল্লাহ পাক আপন সালাত (পরিপূর্ণ রহমত) বর্ষণ করুন, সে নূরের (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) ওপর, যার নূর থেকে অসংখ্য নূর সৃষ্টি হয়েছে। জমিন তাঁরই প্রেমে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর আসমান তাঁরই ইশকে আত্মোৎসর্গিত।

॥২৪॥

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ
عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾
ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا
كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَـٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ
نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ﴿١٥﴾ إِذْ
يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ
مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

অনুবাদ : **শপথ সমুজ্জ্বল তারকার যখন এটা অবতীর্ণ হয়। তোমাদের সাহেব (মুমিন)না পথভ্রষ্ট হয়েছেন না বিপথে চলেছেন আর এ-নবী কোন কথা আপন খেয়াল-খুশি মত বলেন না, কিন্তু যা কিছু তাঁর প্রতি ওহী করা হয়। তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন চূড়ান্ত ক্ষমতা সম্পন্ন সত্ত্বা, নেহায়েত ক্ষমতাবান। অতঃপর 'জলওয়া' ইচ্ছা করেছেন। এবং তা উন্নত আসমানের সর্বোচ্চ কিনারায় ছিল। অতঃপর সে জলওয়া নিকটস্থ হয়েছে এবং খুব নেমে এসেছে আর তাতে (জলওয়া এবং মাহবুব) দু'হাতের দূরত্ব রইল; বরং তা থেকেও কম। এখন ওহী ফরমালেন আপন বান্দাকে, যা ওহী নাযিল করার ছিল। মিথ্যা বলেনি অন্তর যা কিছু দেখেছে। তোমরা কি তার প্রত্যক্ষ করা বস্তু সম্পর্কে ঝগড়া করছ? এবং তিনি তো সে জলওয়া দু'বার দেখেছেন। 'সিদরাতুল মুন্তাহা'র নিকট, তার পাশে 'জান্নাতুল মাওয়া'। যখন সিদরার ওপর আচ্ছাদিত হচ্ছিল, চক্ষু না কারো দিকে ফিরছে, না সীমা থেকে অতিক্রম করছে। নিশ্চয়ই, আপন প্রতিপালকের বহু সংখ্যক মহান নিদর্শন দেখেছেন।**

সূরা : আন নজম, আয়াত : ১-১৮

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা খোদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক বস্তুর শিক্ষাদাতা এবং শবে মে'রাজে আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুবে পাককে আপন জলওয়া সরাসরি (কোন পর্দা ছাড়া) দেখাতে ইচ্ছা করেছেন। তাই তাঁকে আপনার এত নিকটে ডেকে নিয়েছেন যে, মাত্র দু'টি ধনুকেরই দূরত্ব ছিল, বরং তদাপেক্ষাও কম, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. এতই নিকটে! আল্লাহ! আল্লাহ!

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আপন মাহবুবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে অসংখ্য গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যেগুলো

পুরোপুরিভাবে বর্ণনা করা আমার মতো একজন জ্ঞান ও বুদ্ধিহীন মানুষের পক্ষে মুশকিলই নয় বরং অসম্ভবই। বস্তুতঃ এ আয়াতে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রকৃত হাকীকত তো মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালাই এবং তাঁর মাহবুবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানেন। এ ঘটনা মে'রাজ শরীফের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা শপথ করে ইরশাদ করেছেন, আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তো আপন মর্জি মোতাবেক কিছুই বলেন না, অর্থাৎ তিনি প্রতিটি বর্ণ এবং তাঁর প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মর্জি এবং হুকুম মোতাবেক বলে থাকেন। তাঁর প্রতিটি ফরমান হুবহু আল্লাহরই নির্দেশ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে কথাটিই ইরশাদ করেন, তা শুধু ওহীর মতই নয়, বরং খোদ ওহীই। এজন্যই ইমামগণ হাদীস শরীফসমূহকে অপ্রকাশ্য ওহী (ওহী-ই-খফী) বলে অভিহিত করেন।

ইতিপূর্বে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমান যে, তাঁকে শিক্ষাদানকারী মহান সত্ত্বা হচ্ছেন– 'চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সত্ত্বা। যাঁর ক্ষমতায় কোন প্রকার দুর্বলতা নেই। এ সত্ত্বা একমাত্র আল্লাহই হতে পারেন। অর্থাৎ দু'জাহানের মালিক এবং দু'জাহানের রহমতের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধই আর রইল না। একে দু'এর বন্ধনই বলা উচিত। এটা হচ্ছে সেই বস্তু, যার কথা কোন মানুষ কল্পনাই করতে পারে না এবং এ ধারণা করা, বোধগম্য করা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাও অসম্ভব এবং এর বহু ঊর্ধ্বে। এটাকে আপন কল্পনায় আনা শুধু মুশকিলই নয়; বরং অসম্ভব।

আশেক এবং মাশুকের মধ্যে (নূরের সাথে নূরের) মিলন হওয়ার সময় কী গোপন কথাবার্তা হয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুবকে কী শিক্ষা দিয়েছেন, কী পাঠ দান করেছেন এবং কী দেখিয়েছেন সেটা তাঁদের জ্ঞানের ব্যাপার। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) আপন খাস বান্দার প্রতি ওহী করেছেন যা ওহী করার ছিল। শিক্ষাদাতা সর্বোন্নত এবং শিক্ষাগ্রহণকারী সেই সর্বোন্নত সত্ত্বার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। এ শিক্ষা প্রদত্ত জ্ঞান থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কতিপয় কথা মানুষের নিকট বর্ণনা করেছেন। কাজেই যাদের বুঝশক্তি এবং ইয়াকীন যথেষ্ট নয় ও পরিপূর্ণ ছিল না, তাদের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। অথচ এ আয়াতের পূবে আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন, আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা কিছু দেখেছেন হুবহু তাই তিনি বর্ণনা করেছেন, কোন কম-

www.AmarIslam.com

বেশী করা ব্যতিরেকেই। তদুপরি, সাথে সাথে একথাও জোর দিয়ে পুনরুল্লেখ করেছেন যে, তিনি তো আপন প্রভুর জলওয়াকে মাঝখানে কোন প্রকার পর্দা ছাড়াই দেখেছেন এবং দেখার সময় চোখ মোবারক না অন্য কোন দিকে ফিরিয়েছেন এবং না সীমা থেকে অতিক্রম করেছেন। অর্থাৎ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতিপালকের জলওয়া খুব দেখেছেন এবং তা দেখার সময় না চক্ষুসমূহ ধাঁধিয়েছিল এবং না এদিক-সেদিক ফিরিয়েছিলেন; বরং স্থিরভাবে সে জলওয়া দেখে যাচ্ছিলেন। এর পর আল্লাহ তায়ালা ফরমাচ্ছেন– নিশ্চয়ই তিনি আপন প্রতিপালকের অনেক বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন। এখন যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আল্লাহ তায়ালা আপন মাহবুবের শান বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিনা আচ্ছাদনে আপন দীদার দান করেছেন; বরং সান্নিধ্য দান করেছেন, অগণিত বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এবং বেশুমার নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটা এমন এক মর্যাদা, যা অন্য কোন নবীরও অর্জিত হয়নি, বরং এর নিকটেও যেতে পারেন নি। আল্লাহ মনোনীত এবং নির্ভরযোগ্য নবী হরত মূসা (আ.)-এর শান দেখুন! তিনি আল্লাহর দীদার বা সাক্ষাৎ লাভের দরখাস্ত পেশ করেছেন। কিন্তু দেখার সাহস কোথায়! আল্লাহ তায়ালা তো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, হে মূসা! আমি আপন তাজাল্লীর সামান্যটুকু এ পাহাড়ের ওপর প্রকাশ করেছি। দেখ, এর কি অবস্থা? দেখ, তা দেখতে পার কিনা! আর যখন আল্লাহ তায়ালা আপন রাবুবিয়াতের তাজাল্লীর সামান্যটুকু এ পাহাড়ের ওপর বিচ্ছুরিত করেছেন তখন পাহাড় জ্বলে গিয়েছিল এবং হযরত মূসা (আ.) বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। একদিকে হযরত মূসা (আ.) তো আল্লাহ তায়ালার সামান্যটুকু তাজাল্লীর প্রকাশ বরদাস্ত করতে পারেন নি। আর অন্যদিকে রাব্বুল আলামীনের মাহবুবের শান দেখুন! সর্বোন্নত আরশেরও ওপরে আল্লাহ তায়ালার জলওয়া বিনা আচ্ছাদনে দেখেছেন! অথচ মুবারক চক্ষুও ধাঁধিয়ে যায়নি। আর একথার সাক্ষ্য খোদ আল্লাহ পাকই দিচ্ছেন। আল্লাহরই পবিত্রতা! কি শান আমাদের আকা ও মওলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের!

موسی ز هوش رفت بیک جلوه صفات

تو عین ذات می نگری در تبسمی

অর্থাৎ বেহুঁশ হলেন মূসা (আ.) সিফাতে খোদার এক জলওয়া দেখে, হাঁসিমুখে দেখছেন হাবীব খোদার জ্যোতি বিনা দ্বিধে।

॥২৫॥

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾

অনুবাদ : হে বস্ত্রাবৃত!

সূরা : আল-মুযযম্মিল, আয়াত : ১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

অনুবাদ : হে চাদর আচ্ছাদিত!

সূরা : আল-মুদ্দাসসির, আয়াত : ১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ﴿٦٤﴾

অনুবাদ : হে নবী!

সূরা : আল-আনফাল, আয়াত : ৬৪

يسٓ ﴿١﴾

অনুবাদ : ইয়াসিন!

সূরা : ইয়াসিন, আয়াত : ১

طه ﴿١﴾

অনুবাদ : তোয়াহা!

সূরা : তোয়াহা, আয়াত : ১

يَٰعِيسَىٰٓ ﴿٥٥﴾

অনুবাদ : হে ঈসা!

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৫৫

يَٰمُوسَىٰ ﴿٥٥﴾

অনুবাদ : হে মূসা!

সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ৫৫

يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿٧٦﴾

অনুবাদ : হে ইবরাহীম!

সূরা : আল-হুদ, আয়াত : ৭৬

يَٰنُوحُ ﴿٣٢﴾

অনুবাদ : হে নূহ!

সূরা : আল-হুদ, আয়াত : ৩২

যখন আমরা এমন কোন ব্যক্তিকে ডাকি, যাঁকে আমরা অতি সম্মানের চোখে দেখি, তখন আমরা তাঁকে নাম ধরে ডাকি না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করীমে অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের নাম ধরে ডেকেছেন। যেমন– يَا نُوحُ (হে নূহ), يَا إِبْرَاهِيمُ (হে ইব্রাহীম), يَا مُوسَىٰ (হে মূসা), يَا عِيسَىٰ (হে ঈসা)। কিন্তু যেখানেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ডেকেছেন, যেখানেই يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (হে নবী), يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্রাবৃত) ও يس (ইয়াসিন) ইত্যাদি বলে ডেকেছেন।

www.AmarIslam.com

এখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানের অনুমান করুন। মহা সম্মানিত খোদা কতই আদর ও সম্মানসূচক শব্দ সহকারে তাঁকে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং তাঁর গোলামের ওপর তাঁর নাম নেওয়ার সময় চূড়ান্ত, শতকরা শত ভাগ চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও অন্তরে পোষণ করা একান্ত অপরিহার্য। এক্ষেত্রে ছোট খাট ভুলও না হওয়া চাই। কারণ এতে মাহবুবের আশেক আল্লাহ তায়ালা নারাজ হবেন।

وَٱلضُّحَىٰ ۝ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ۝

অনুবাদ : **শপথ! মধ্যাহ্নের এবং রাত্রির, যখন আচ্ছাদন পড়ে (অন্ধকারের) আপনাকে আপনার প্রতিপালক ছেড়ে যান নি এবং অপছন্দ করেন নি। এবং নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় আপনার জন্য পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা উত্তম। এবং নিশ্চয়ই অবিলম্বে আপনার প্রতিপালক আপনাকে এতই দান করবেন যে, আপনি রাজী ও খুশি হয়ে যাবেন।**

সূরা : আদ-দুহা, আয়াত : ১-৫

وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ۝

অনুবাদ : **এবং আপনি প্রতিপালকের নেয়ামতের খুব চর্চা করুন, বর্ণনা করুন।**

সূরা : আদ-দুহা, আয়াত : ১১

এ আয়াতগুলো সূরা ওয়াদ-দোহার যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র 'মক্কী জীবনে' নাযিল হয়েছে, যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সামনে ছিল অবিরত ও সমূহ দুঃখ-কষ্ট। আল্লাহ! আল্লাহ! আপন মাহবুব কোথায় যাচ্ছেন! আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমতাবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, বরং এতই দান করবেন, যাতে আপনি রাজী এবং খুশী হয়ে যাবেন।

দান তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর তখনও অগণিত ছিল, কিন্তু যা প্রদান করার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই মহান থেকে মহানতর হবে। আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যা কিছু দান করেছেন এবং এর পরের অনন্তকালের জন্য দান করবেন সে সম্পর্কে ধারণা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, শুধু এটুকুই বলতে

পারি যে, যখন দাতা হন খোদ রাব্বুল ইজ্জত আর তা গ্রহণ করে রাজী ও খুশী হচ্ছেন মাহবুবে রব, তখন সে দানও যে সর্ববৃহৎ হবে তাতে সন্দেহ কিসের? আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এটাও ইরশাদ করেছেন যে, নিজে নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার দানসমূহের চর্চা করুন। দয়ালু আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর কী পরিমাণ মেহেরবান! এ মর্যাদা অন্য কোন মানুষ কিংবা নবীকেও দান করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ওয়াদ করেছেন যে, তাঁকে 'মকামে মাহমুদ' দান করবেন।

أَلَمۡ نَشۡرَحۡ لَكَ صَدۡرَكَ ۝ وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ ۝ ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ۝ وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ ۝

অনুবাদ : **হে হাবীব! আমি কি আপনার বক্ষ মোবারককে প্রশস্ত করিনি? এবং আপনার ওপর থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পৃষ্ঠ মোবারক ভেঙ্গে দিয়েছে। (আপনার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক হয়েছে) এবং আমি আপনার জন্য স্মরণকে উন্নত ও উচ্চতর করেছি।**

সূরা : আলম নাশরাহ, আয়াত : ১-৪

এ আয়াতগুলোও মক্কা মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। তখন পরিস্থিতি অতি নাজুক ছিল। চতুর্দিক থেকে শক্ররা হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন নাশের জন্য উদ্যত ছিল। তাঁকে জীবনে খতম করার (নাউজুবিল্লাহ) বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল; যাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীন ইসলাম সম্মুখে অগ্রসর হতে না পারে। তদানীন্তনকালে অতি অল্প সংখ্যক লোক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিল। আর যুগের সব মানুষ ছিল তাঁর বিপক্ষে। কিন্তু দয়াবান আল্লাহ অতি জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, হে হাবীব! আমি আপনার স্মরণকে, আপনার নামকে উন্নত ও সমুচ্চ করেছি। দেখে নিন! কী পরিমান উন্নত ও উচ্চ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম। আজকাল দুনিয়ার আনাচে কানাচে এমন কোন জায়গা নেই , যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম স্মরণকারী নেই এবং তাঁর নামের ওপর প্রাণ বিসর্জনকারী মওজুদ নেই! যেখান থেকে তাঁর নামের আহ্বান আল্লাহর নামের সাথ পাঁচ ওয়াক্ত হচ্ছে না! মিনারসমূহে এবং উচ্চ স্থান থেকে আল্লাহর নামের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামের আহ্বান করা হচ্ছে। যখন দয়াময় আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামকে

সমুন্নত করার ঘোষণা দিয়েছেন তখন এ নামটা সমুচ্চ ও সমুন্নতই থাকবে। আর এ ঘোষণাটা তখনই করেছেন যখন মানুষের মনে খেয়ালও আসতে পারত না যে, তাদের পক্ষে থেকে এ নির্যাতিত ব্যক্তিত্ব কেয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের সম্মানের কারণ হবেন।

অন্যদিকে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যত কিতাবই আজ পর্যন্ত লিখা হয়েছে সেগুলোর সংখ্যাই অগণিত এবং লাখো বরং কোটি কোটিতে উপনীত হয়। আর এ কিতাবে আপনি অনেক আহলুল্লাহ (বুজুর্গ), মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, ইমাম, মুজতাহিদ, মুফাস্‌সির, সূফী, ইলমে সরফবিদ, ইলমে নাহববিদ এবং দার্শনিক পাবেন, যারা এ বিষয়ে অসংখ্য কিতাবাদি লিখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং তাঁর প্রতিটি কার্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এতই বিস্তারিতভাবে যে, এর এক দশমাংশও অন্য কারো জীবন সম্পর্কে পাওয়া যায় না।

উন্নত মর্যাদার এটাও একটা ক্ষুদ্র উপমা যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র জিন্দেগীর প্রতিটি দিক কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হয়, যা অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা নবী সম্পর্কে নেই। এতদসঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ ফরমাচ্ছেন– আমি আপনার বক্ষ মোবারক খুলে দিয়েছি, প্রশস্ত করেছি এবং ব্যাপক করেছি হেদায়ত, মাগফেরাত, নবুয়ত এবং ইলম ও হিকমতের জন্য, যাতে করে এতে নূরসমূহ ও ইলমসমূহ স্থান নিতে পারে। এক দিকে হযরত মূসা (আ.) নবুয়ত প্রদত্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন–

قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِى صَدۡرِى ﴿٢٥﴾

অনুবাদ : **হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দাও এবং প্রশস্ত করে দাও।**

সূরা : তুয়াহা, আয়াত : ২৫

অন্যদিকে রাব্বুল ইজ্জত প্রার্থনা ছাড়াই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারক খুলে দিচ্ছেন। ইরশাদ করছেন– আমি হে হাবীব! আপনার বক্ষ খুলে দিয়েছি। এমন পবিত্র বক্ষের ব্যাপকতা কে অনুমান করতে পারে? যাকে আল্লাহ নিজেই খুলে দিয়েছেন?

॥২৬॥

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ﴿٣﴾

অনুবাদ : **হে আমার মাহবুব! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে অগণিত সৌন্দর্য (প্রশংসা) দান করেছি। কাজেই আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। নিশ্চয়ই যে আপনার শত্রু সে নিকৃষ্ট।**

সূরা : আল-কাওসার, আয়াত : ১–৩

এটা সবচেয়ে ছোট, মক্কী সূরা, এতই দৃঢ় কার্যকর, অকাট্য ও অনুপম। বস্তুতঃ এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে শান বা মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, তা বহুগুণ উচ্চ। ইরশাদ হচ্ছে– হে আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। 'কাওসার' আরবী শব্দ 'কাসরাতুন' থেকে উদ্ভুত। নিঃসন্দেহে যখন আল্লাহ তা'আলা আপন এ দানের কথা উল্লেখ করেছেন! আর যাকে দান করা হচ্ছে তিনিও এক মহান ব্যক্তিত্ব। কাজেই সে দানও বস্তুতঃ মহান হবে। আর সে দান কাওসার অর্থাৎ বহু বেশীই। এখানে, আপনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নাম নিন, তবে তা হবে সীমাবদ্ধ; প্রাচুর্য থাকবে না। এজন্য আল্লাহর আরিফ বান্দাগণ এর অর্থ আল্লাহ পাকের জাতকেই গ্রহণ করেন! অর্থাৎ খোদ আল্লাহ তায়ালার জাতে পাক তাঁর হাবীবের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন– আমিই আপনার হয়ে গেছি (হে আমার হাবীব!) এজন্য একটু পরে ইরশাদ করেছেন– আপনি আমারই জন্য নামায আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। অর্থাৎ আপনি আমারই হয়ে যান। আর এতদসঙ্গে একথাও ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করবে (প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে) সে ক্ষতিগ্রস্থ। অর্থাৎ সে আল্লাহ তায়ালার দয়া থেকে বিতাড়িত হবে। আল্লাহরই পবিত্রতা! এ এক ক্ষুদ্র সূরায় আল্লাহ তায়ালা একথা ঘোষণা করেছেন– হে আমার মাহবুব! আমি আপনার হয়ে গেছি। আর আপনিও আপাদমস্তক আমার হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আপনার হতে পারেনি সে আমারও হতে পারবে না।

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ ﴿١١٠﴾

অনুবাদ : **আপনি বলুন! প্রকাশ্য মানবিক সুরত বা শারীরিক কাঠামোগত দিক দিয়ে তো আমি তোমাদের মত! আমার নিকট ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য একক উপাস্য।**

সূরা : আল-কাহাফ, আয়াত : ১১০

۞ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

অনুবাদ : **এবং কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায় না যে, আল্লাহ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন। কিন্তু ওহীরূপে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে কিংবা এমন কোন ফেরেশতা প্রেরণ করবে যে, তাঁরই (আল্লাহর) নির্দেশে ওহী নাযিল করবেন, যা তিনি চান। নিশ্চয়ই তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ও প্রজ্ঞাময়।**

সূরা : আশ-শূরা, আয়াত ৫১

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে কয়েকটা কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। যথা–

১। সমস্ত নবী-রাসূল মানবীয় পোশাকে তশরীফ এনেছেন। কিন্তু এতদসঙ্গেই তাঁদের মর্যাদাকে অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা করে দেখিয়েছেন। সমন্বিত গুণ অর্থাৎ বশরিয়তের ওপর আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের দৃষ্টিকে নিবন্ধ করা হয়। আর তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ওহী আসার ওপর হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবা কেরাম (রা.)-এর দৃষ্টি ছিল। বস্তুতঃ কোন বস্তুকে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চেনা যায় না, চেনা যায় তো বিশিষ্ট অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা। এমনি বিশেষ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে বশরিয়ত সহকারে পূর্ণতম মর্যাদায় বিদ্যমান এবং বর্ণনা করা হয় যে, অন্যান্য মানুষ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হচ্ছে যে, তাঁর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে ওহী ও পয়গাম প্রেরণ করা হয়। এ পয়গামের নিয়মানুসারে অবশ্য রাসূলগণের মধ্যেও বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ এমন যে, তাঁদের সাথে আল্লাহ তায়ালা শুধু ফেরেশতাদের দ্বারা কথাবার্তা বলতেন। অর্থাৎ মাধ্যম সহকারে, বিনা মাধ্যমে নয়। অন্য স্তরে এমন এমন নবী রয়েছেন, যাঁদের সাথে আল্লাহ তায়ালা বিনা মাধ্যমে নিজেই কথা বলেছেন, কিন্তু আল্লাহ পাক নিজেকে গোপন রেখে। যেমন কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে– সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 'সেই নবী, যাঁর সাথে আল্লাহ তায়ালা বে-হেজাব (সরাসরি, মাঝখানে পর্দা ব্যতিরেকে) কথা বলেছেন। এবং বে-হেজাব, নিজেই ওহী করেছেন। উপরোল্লিখিত সূরা : আন-নাজম, আয়াত : ৩০ দেখুন।

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আপন বান্দাকে ওহী করেছেন, যা ওহী করার ছিল। প্রকাশ থাকে যে, এ ওহী প্রদানকারী তিনিই হতে পারেন, যাঁর পয়গাম্বর বান্দা হবেন। কাজেই সে মহান সত্ত্বা জাতে ইলাহী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। এসব আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানবীয় সূরতে ছিলেন মাত্র। কিন্তু তাও এমনি যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে বে-হেজাব এবং বিনা মাধ্যমে কথোপকথন করেছেন। এতই উন্নত শান! আমরা অক্ষম ও অধম, নাফরমান ও পাপী মানুষদের তাঁর সাথে তুলনা কিভাবে হতে পারে? আমরা তো তাঁদের উসীলার ভিখারী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তো প্রতিটি বস্তু অনুপম – হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতময় সত্ত্বা অনুপম, মেরাজ শরীফ অনুপম, গুণাবলী অনুপম, রেসালত অনুপম, জামাআত অনুপম, স্ত্রীগণ অনুপমা, উম্মত অনুপম। রেসালতের দিকে দৃষ্টিপাত করুন! পূর্ণতম রেসালত (শেষ নবীর মর্যাদা) এবং নবীগণের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ অনুপম। তাঁর কিতাব অনুপম। যেমন ইরশাদ করেন–

فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ ﴿٢٣﴾

অনুবাদ : **অতঃপর এর মত একটা সূরা আনয়ন কর।**

সূরা : আল-বাকারা, আয়াত : ২৩

তাঁর মেরাজ অনুপম।

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

অনুবাদ : **তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি।**

সূরা : আন-নাজম, আয়াত : ১৭

أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ ﴿١﴾

অনুবাদ : **যিনি স্বীয় বান্দাকে ভ্রমণ করিয়েছিলেন।**

সূরা : আল-ইসরা, আয়াত :১

উম্মত অনুপম।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴿١١٠﴾

অনুবাদ : **তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত।**

www.AmarIslam.com

 www.AmarIslam.com

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০

স্ত্রীগণ অনুপম।

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۝٣٢

অনুবাদ : **হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় নও।**

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৩২

মানবতার সাদৃশ্যের সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্যান্য শানের কথা কি বলব!

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ۝٤٠

অনুবাদ : **মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারো পিতা নন, তবে হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী এবং আল্লাহ সবকিছু জানেন।**

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৪০

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ۝٣

অনুবাদ : **আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করেছি।**

সূরা : আল-মায়িদা, আয়াত : ৩

প্রথম থেকে নবীগণ কোন না কোন প্রকারে আল্লাহ তায়ালার হুকুমকে কার্যকর ও বিশ্লেষণ করার জন্য তাশরীফ আনয়ন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত শেষ জমানার নবী মুহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন এবং নবুয়তের প্রকাশ ঘটে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমস্ত পয়গাম এবং বিধি-বিধানকে পূর্ণাঙ্গরূপে নাযিল করেছেন। আর সমুজ্জ্বল দ্বীনের পূর্ণতা বিধানের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন। কেননা, আল্লাহ তায়ালার সব বিধি-বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে নাযিল করা হয়েছে। এজন্য হুজুর

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবশিষ্ট জিন্দেগীতেও কোরআনী আয়াতসমূহের অবতরণ এর পর আর হয় নি। প্রকাশ থাকে যে, যখন আল্লাহ তায়ালা আপন দ্বীনকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তখন অতিরিক্ত কোন পয়গাম আনয়নের জন্য রাসূল কিংবা ঐশী বার্তা প্রদানকারী (নবী) প্রয়োজন থাকছে না। এজন্য আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন– তিনি খাতামুল আম্বিয়া বা শেষ নবী।

॥২৭॥

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ۝٢١

অনুবাদ : **নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, সে ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনের আশা রাখে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে।**

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ২১

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ۝٦

অনুবাদ : **নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ ছিল, তার জন্য যে আল্লাহ এবং শেষ দিনের আশাবাদী। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, প্রশংসিত।**

সূরা : আল-মুমতাহিনা, আয়াত ৬

এ দুটো আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার ও বিস্তারিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, সেই কার্য আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে, যা তাঁরই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিয়ম ও সুন্দর আদর্শ মোতাবেক হবে। আর সেটাকেই ইসলামের পরিভাষায় সুন্নাহ্ বলে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে দিয়েছেন যে, যদি কেউ এ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তার এ কথা জানা উচিত যে, সে নিজেরই ক্ষতি করছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো বে-পরোয়া সত্তা। যদি কেউ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ থেকে মুখ ফিরাচ্ছে তবে সে ক্ষতির মধ্যেই বিরাজ করবে। এ অবাধ্যতা চাই-

 www.AmarIslam.com

তার স্বীয় বুদ্ধির জোরে হোক কিংবা অহংকারের উপর ভিত্তি করে হোক- উভয় অবস্থাতেই অপছন্দনীয় হবে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে কোন কথা বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় হবার মাপকাঠি হচ্ছে রাসূল পাকের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যময় হওয়া।

॥২৮॥

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

অনুবাদ : **এবং আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু রহমত করে সমগ্র বিশ্বের জন্য।**
সূরা : আল-আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

এ আয়াত মুবারক নিজেই এত সুস্পষ্ট যে, এ থেকে প্রত্যেক বিবেকবান বুঝতে পারে যে, মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামরূপী রহমত সে প্রতিটি বিশ্বের জন্যই, যার ওপর আল্লাহর রাবুবিয়াত কার্যকর। নিঃসন্দেহে জগত অগণিত। এগুলোর সংখ্যা আল্লাহই জানেন। আমাদের এ ভূ-পৃষ্ঠের উপরকার প্রত্যেক জিনিসের ওপর আল্লাহর রাবুবিয়াত প্রযোজ্য। যেমন- এ কথার পরিবেষ্টন আমাদের বুঝ ও অনুভূতির বহু উর্ধ্বে যে, আল্লাহ তায়ালার রাবুবিয়াতের ব্যাপকতা কত? অনুরূপভাবে আমরা তাঁরই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রহমতের ব্যাপকত অনুমান করতেও অক্ষম। এ থেকে আমরা একথা বুঝে নিতে পারছি যে, যাঁর এ-ই মর্যাদা হবে, তাঁর 'বশরিয়ত' (বাহ্যিকভাবে), আমাদের মত মানুষের বশরিয়াত অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। আর অন্যান্য মাখলুকাতের তুলনায় কত উর্ধ্বে তা তো একবার চিন্তা করা দরকার।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴿١٥٩﴾

অনুবাদ : **তবে, আল্লাহর দয়া কেমনই যে, হে মাহবুব! আপনি তাদের জন্য নম্র হৃদয় হন।**

সূরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নম্র হৃদয় এবং দয়ালু হবার প্রশংসা করেছেন।

॥২৯॥

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

www.AmarIslam.com

صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

অনুবাদ : **নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ দরূদ প্রেরণ করছেন সে-ই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবীর) ওপর। হে ঈমানদারগণ! তাঁর ওপর অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।**

সূরা : আল-আহযাব, আয়াত : ৫৬

আল্লাহ! আল্লাহ! কী শান, আমাদের আকা ও মওলার! যেই শান বা মর্যাদা অন্য কোন সৃষ্টির ভাগ্যে অর্জিত হয়নি, হতেও পারে না যে, খোদ সৃষ্টির স্রষ্টা, সমস্ত ফেরেস্তা সহকারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্মরণে মশগুল এবং তাঁর ওপর দরূদ প্রেরণ করছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত প্রেরণ করতে থাকবেন।

তা ছাড়া দয়ালু আল্লাহ মুমিনদের নির্দেশ দিচ্ছেন- 'তোমরাও আমার মাহবুবের ওপর দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর।' এটা বুঝবার কথা যে, আল্লাহ তায়ালার ফরমান মোতাবেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওপর অধিক সংখ্যায় দরূদ ও সালাম মুমিনগণও প্রেরণ করে থাকবে। আর অধিক দরূদ সালাম প্রেরণকারী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে; অন্যান্যদের ভাগ্যে এর তাওফীক হবে না।

দরূদ ও সালামের বরকত সুস্পষ্ট। এর পাঠক ও প্রেরণকারী সেই জামাতে বা দলে শামিল হয়ে যান, যাঁরা আল্লাহরই সাথে (দরূদ ও সালাম) কাজে মগ্ন আছেন। আর যে কাজ আল্লাহ তায়ালা নিজেই করছেন, তার সাথে এ কাজে শামিল হওয়ার ফয়জ ও বরকতসমূহের অনুমান করা মুশকিল বৈ কি! এ থেকে অধিক উত্তম যিকর (স্মরণ) আর কি হতে পারে? এ ধরণের বশরিয়তের আবরণের মধ্যে নবীর মহত্বের অনুমান কে করতে পারে? 'নামায' ও 'দরূদ' তো উর্দু বা ফার্সী ভাষার শব্দ, আরবীতে তো উভয়ের জন্য একই শব্দ 'সালাত'ই ব্যবহৃত। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহরই পবিত্রতা।

॥৩০॥

এতদ্ব্যতীত আরো বহুসংখ্যক আয়াতে কুরআনী এমন রয়েছে, যেগুলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান ও মহত্বের ইঙ্গিত বহন করে। তাঁর মহান শান ও সম্মানের বর্ণনাও প্রকাশ করা হয়েছে। দীর্ঘায়িত হবার ভয়ে সেগুলো এ পুস্তিকায় উল্লেখ করা যাচ্ছে না। কিন্তু ওপরে বর্ণনা করা আয়াতসমূহ থেকে আকায়ে নামদার হাদীয়ে বরহক মুহাম্মদ মোস্তফা

www.AmarIslam.com

আহমদ মোজতবা মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান স্রষ্টার সৃষ্টিতে কি পরিমাণ তা বুঝা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আপন উম্মত এবং আশেকদের জন্য তো সব কিছুই। আর তাঁর পবিত্র নাম ও বরকতময় সত্ত্বার সাথে যে বস্তুর সম্পর্ক হয়ে যায় সেটার সাথেও তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আশেক আল্লামা ইকবাল বলেন,

خاک طیبہ از دو عالم بہتر است

অর্থাৎ মদীনা তৈয়্যবার মাটি দু'জাহান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।

অন্যত্র বলেন,

بہ مصطفٰے بہ رسان خویش را کہ ہمہ اوست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبیست

অর্থাৎ ওহে! নিজেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে নাও! কেননা তিনিই (খোদার অনুগ্রহক্রমে), সব কিছুর মালিক। যদি তাঁর দরবার পর্যন্ত পৌঁছাতে না পার, তবে তুমি পূর্ণাঙ্গরূপে আবূ লাহাব রূপী বদ নসীব হবে।

পরিশেষে, আল্লাহর সর্বোত্তম অনুগ্রহক্রমে, আমরা তথা বিশ্ববাসী তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি। আল্লাহর হাবীবের আবির্ভাবের যথাযথ শুকরিয়া আদায় করা বিশ্ববাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বশরিয়তের জামা পরিহিত করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্ববাসীর সুবিধার্থে, তারা যাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু সেই হাবীবে পাক ও আমাদের আকা ও মাওলার প্রকৃত পরিচিতি কি – তা আল্লাহই জানেন। তাই খোদা তায়ালার ভাষায়ই তাঁর নবীর মর্যাদার পরিচিতি চূড়ান্তভাবে ফুটে উঠে। যারা 'নবীর মর্যাদা' নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁকে 'আমাদের মত মানুষ' মাটির মানুষ (আল্লাহরই আশ্রয় এসব গোমরাহদের থেকে) বলে মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখিয়েছে ও দেখায় তারা যে ভ্রান্তির কত অতল গর্ভে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে তা এ পুস্তক পাঠ করে অনুমান করা যায়। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, এমন মহান নবীর পবিত্র কদমে আত্মোৎসর্গ করার শক্তি দিন, তাঁর অনুগত গোলাম হয়ে জীবনাতিপাত করার তাওফীক দিন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

সমাপ্ত